Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-05-2026 15:43 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৪ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৯ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

শিল্প-খরা কাটছে ডবল ইঞ্জিন বাংলায়! এবার রাজ্যে ৬৫০ কোটির ডেয়ারি প্লান্ট গড়বে আমূল

জ্বালানি সঙ্কটে বাতিল বিমান! জুন থেকেই দিনে ২৫০ ডোমেস্টিক ফ্লাইট বাতিল এয়ার

স্বাস্থ্যপরীক্ষায় 'ফেল' আলফানসো-ল্যাংড়া, ভারতের আম আমদানি নিষিদ্ধ করল জাপান

৫৩ লাখি বাইকে দিলীপ

নয়া জামানা ঃ কলকাতায় থাকলে প্রতিদিন সকালেই ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণে যান দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবারও তার অন্যথা হয়নি। তবে এদিন অন্য মেজাজে ধরা দিলেন তিনি। ইকো পার্কে ৫৩ লাখি বাইক চালালেন দিলীপ।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা

নয়া জামানাঃ দিনভর প্রবল রোদ। বজায় থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তবে বিকেলের পর থেকে নাকি বদলাতে পারে আবহাওয়া। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভিজতে পারে উত্তরবঙ্গও। আগামী ২৪ ঘণ্টা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

রক্ষাকবচ পেল পরমব্রত

নয়া জামানা ঃ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী চার সপ্তাহের জন্য পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।তবে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ।সেক্ষেত্রে পরমব্রতকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত।

এবার শুরু হবে জনগণনা

মিলবে স্ব-গণনার সুযোগ

মানস দাস ● নয়া জামানা

রাজ্যে শুরু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত জনগণনার কাজ। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এবার সম্পূর্ণ নতুন রূপে হতে চলেছে আদমশুমারি।মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি আরও জোরদার হতে চলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

এবারের জনগণনায় সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে চালু করা হয়েছে 'সেলফ এনিউমারেশন' বা স্ব-গণনার বিশেষ ব্যবস্থা।অর্থাৎ নাগরিকরা চাইলে বাড়িতে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের পরিবারের সমস্ত তথ্য জমা দিতে পারবেন।সরকারি পোর্টালে তথ্য আপলোড করার পর একটি বিশেষ আইডি তৈরি হবে।পরে সরকারি গণনাকারী বাড়িতে এলে শুধু সেই আইডি দেখালেই তথ্য যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হবে।জানা গিয়েছে,আগামী ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই অনলাইন পরিষেবা চালু থাকবে।তবে কেউ যদি অনলাইনে তথ্য জমা না দেন সেক্ষেত্রে আগের মতোই সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন।এরপর ১৬ আগস্ট থেকে শুরু হবে প্রথম দফার মূল সমীক্ষা।চলবে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।এই পর্যায়ে গণনাকারীরা প্রতিটি পরিবারের কাছে গিয়ে মোট ৩৩টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করবেন।পরিবারের সদস্য সংখ্যা,আবাসন,আর্থিক অবস্থা, সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে এই সমীক্ষার মাধ্যমে।নাগরিকদের তথ্য সুরক্ষার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে,তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হবে অত্যাধুনিক মোবাইল অ্যাপ এবং ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম।পাশাপাশি উপগ্রহ প্রযুক্তির সাহায্যে ম্যাপিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে যাতে পুরো প্রক্রিয়া আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ হয়।

এই জনগণনাকে সফল করতে রাজ্যবাসীর সহযোগিতা চেয়েছেন আধিকারিকরা। কোনও সমস্যা বা প্রশ্ন থাকলে টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৮৫৫-এ যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে। ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে এবার আরও দ্রুত ও আধুনিক পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ এই গণনার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য প্রশাসনের।

টেট নিয়ে সুপ্রিম নির্দেশ

টেট ছাড়া কোনভাবেই নয় শিক্ষকতা

নয়া জামানা ঃ দেশজুড়ে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক বলে ফের স্পষ্ট বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য আরও এক বছর অতিরিক্ত সময় পেলেন শিক্ষকরা। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৮ সালের ৩১ অগস্টের মধ্যে দেশের সমস্ত কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষককে টেট পাশ করতে হবে।এর আগে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ২০২৭ সালের ৩১ অগস্টের মধ্যে টেট উত্তীর্ণ হতে হবে কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের। কিন্তু সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে একাধিক রিভিউ পিটিশন জমা পড়ে আদালতে। আবেদনকারীদের দাবি ছিল, বহু বছর ধরে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় বসা থেকে অব্যাহতি দেওয়া

হোক।তবে সেই আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কর্মরত হলেও সকলকেই যোগ্যতা যাচাইয়ের এই পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষার মান বজায় রাখতে শিক্ষকতার নির্দিষ্ট যোগ্যতার মানদণ্ড নিশ্চিত করা জরুরি।এই নির্দেশের প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষক এখনও টেট উত্তীর্ণ নন বলে জানা গিয়েছে। এঁদের অধিকাংশই টেট বাধ্যতামূলক হওয়ার আগেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। গোটা দেশে এই সংখ্যাটা প্রায় ৩০ লক্ষ বলে অনুমান।নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, ২০২৮ সালের ৩১ অগস্টের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরীক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে এবং কর্মরত শিক্ষকদের সেই সময়সীমার মধ্যেই টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। ফলে আগামী দুই বছরে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় প্রশাসনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

হস্তমৈথুনের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেবে এআই !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ হস্তমৈথুন পরামর্শদাতা বা 'মাস্টারবেশন কনসালট্যান্ট' নিয়োগের এক অদ্ভুত ও নজিরবিহীন ঘোষণা করে নেটপাড়ায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে আমেরিকার এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্টার্টআপ সংস্থা। 'জই এআই' নামের এই মার্কিন এআই কম্প্যানিয়ন সংস্থাটি তাদের নতুন একটি ফিচারের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য এই পদের লোক খুঁজছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের আসন্ন 'ডেইলি গাইডেড মাস্টারবেশন' ফিচারের ট্রায়াল ও পর্যালোচনার জন্য ১০ জন পরামর্শদাতা প্রয়োজন। এই কাজের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি মাসে ২,০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা) বেতন দেওয়া হবে। এই খবরটি চাউর হতেই তা হু হু করে ভাইরাল হয়ে যায় এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ৮৬ লক্ষ মানুষ পোস্টটি দেখেছেন। নেটিজেনদের একাংশ যেমন বিষয়টি বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তেমনই অন্য অংশ আবার এটি নিয়ে রসালো ও মজাদার মন্তব্য করতে ছাড়ছেন না। কেউ লিখেছেন, আমি এই কাজ নিখরচায় করতে রাজিক্ষ্ম, তো কেউ আবার রসিকতা করে বলছেন, বাবা-মা এবার দারুণ খুশি হবেন যে শেষমেশ আমি একটা চাকরি পেয়েছি !সংবাদমাধ্যম 'ডিক্রিপ্ট'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জই এআই-এর ব্র্যান্ড ও কমিউনিকেশন প্রধান জুলি লেভিন নিশ্চিত করেছেন যে, এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি কোনও রসিকতা নয়, এটি সম্পূর্ণ সত্যি। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকেই চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া মিলছে বলেও তিনি জানান। মূলত আমেরিকা ও ব্রিটেনের ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী নাগরিকরা এই এক মাস মেয়াদের চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। জুলি লেভিন এই পদের যোগ্য প্রার্থীর বর্ণনা দিতে গিয়ে খোলসা করেছেন যে, আবেদনকারীকে স্পষ্টভাষী, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সহজে লজ্জা পান না এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। অনুভূতি বা উত্তেজনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা একজন সমেলিয়র বা মদ্য বিশেষজ্ঞের চেয়েও ভালো হওয়া চাই। কাজের সময় সম্পূর্ণ নমনীয় বা ফ্লেক্সিবল হবে এবং মজার ছলে লেভিন যোগ করেন, যেকোনও পার্টিতে গিয়ে 'আপনি কী কাজ করেন?'; এই প্রশ্নের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উত্তর হবে এই চাকরি।সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মীরা মূলত মুড বা মানসিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা এআই ভয়েস-গাইডেড সেশনগুলো পরীক্ষা করবেন এবং সার্বিক ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার ওপর নিজস্ব মতামত জানাবেন। পরীক্ষামূলক সেশনগুলো ব্যবহারের পর তাঁদের একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী পূরণ করতে হবে, যেখানে এআই কণ্ঠস্বরটি নির্দিষ্ট মুডের সঙ্গে মিলছে কি না, পুরো প্রক্রিয়াটি কতটা আকর্ষণীয় ছিল এবং কোনও কারিগরি ত্রুটি বা টেকনিক্যাল সমস্যা তৈরি হয়েছিল কি না; এই সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি উল্লেখ করতে হবে। জই এআই-এর এক্স হ্যান্ডেলের প্রোফাইল অনুযায়ী, এটি এমন এক প্ল্যাটফর্ম যা ব্যবহারকারীদের ফ্যান্টাসি বা কাল্পনিক চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তোলে এবং চ্যাটিং ও রোল-প্লে করার সুবিধা দেয়।

পর্ন আসক্তির গ্রাসে সম্পর্ক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ইন্টারনেটের দুনিয়ায় পর্নোগ্রাফির সহজলভ্যতা কীভাবে মানুষের বাস্তব জীবন এবং সুস্থ সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিতে পারে, তার এক ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে এক তরুণীর যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতায়। পর্ন আসক্ত

সঙ্গীর চরম বিকৃত ফ্যান্টাসি ও জোর করে যৌনতার জেরে নিজের ঘরেই তীব্র মানসিক ট্রমা এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তিনি। ওই তরুণী জানিয়েছেন,

পর্নোগ্রাফির অ-বাস্তব ও কাল্পনিক দৃশ্যগুলো তাঁর সঙ্গী বাস্তব জীবনে ঘরের ভেতর জোর করে তৈরি করতে বাধ্য করছেন।এর প্রতিবাদ করলেই জুটছে মানসিক নির্যাতন, উপহাস এবং অবহেলা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শারীরিক সম্পর্কের মুহূর্তে নিজের সঙ্গীর কাছে নিজেকে কোনও মানুষ নয়, বরং স্রেফ একটি জড় বস্তু বা খেলনা মনে হচ্ছে তাঁর।

থ্রিসাম বা অন্য কোনও বিকৃত চাহিদায় রাজি না হলে তাঁকে ক্ষ্মবোরিংক্ষ্ম বা প্রাচীনপন্থী বলে মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছে, যা এক ধরনের চরম ম্যানিপুলেশন। এই পরিস্থিতির কারণে নিজের বাড়িতে ফিরতেও এখন আতঙ্ক বোধ করছেন ওই ভুক্তভোগী তরুণী।মনোবিদ ও সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতি কোনও সুস্থ সম্পর্কের লক্ষণ নয় এবং এখানে লজ্জাবোধ বা অপরাধবোধে ভোগার কোনও কারণ নেই। একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সম্পর্কের মধ্যে শারীরিক চাহিদার পাশাপাশি ভালোবাসা, সম্মান এবং মানসিক টান প্রত্যাশা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট পরামর্শ, সঙ্গীর মন খারাপ বা রাগের ভয়ে নিজের অনিচ্ছায় সম্মতি দিলে তা আত্মবিশ্বাসকে আরও ধূলিসাৎ করে দেয়, তাই নিজের অসম্মতিতে অটল থাকা এবং নিজের শরীরের ওপর চূড়ান্ত অধিকার বজায় রাখা জরুরি।এই ধরনের সংকট থেকে বেরোতে হলে কোনও নিরপেক্ষ এবং শান্ত সময়ে সঙ্গীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা প্রয়োজন। কোনও রকম ব্লেম গেম বা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি না করে নিজের মানসিক যন্ত্রণার কথা স্পষ্ট ভাষায় জানানো উচিত। যদি তার পরেও সঙ্গী নিজের ভুল স্বীকার না করে উল্টো রাগ দেখ ায় বা নিজের বিকৃত চাহিদাকেই বড় করে দেখে, তবে সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা দরকার। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত পর্ন আসক্তির কারণে মস্তিষ্কের ডোপামিন নিঃসরণে যে বদল আসে,

তার জন্য প্রফেশনাল থেরাপি বা কাউন্সেলিং অত্যন্ত জরুরি। নিজেকে গুটিয়ে না রেখে ভুক্তভোগীদের উচিত বিশ্বস্ত বন্ধু, পরিবার বা থেরাপিস্টের সাহায্য নেওয়া, কারণ নিজের জীবন এবং শরীর অন্য কারও বিকৃত ফ্যান্টাসির খাঁচায় বন্দি করার জন্য নয়।

মহিলা পুলিশের সঙ্গে উদ্দাম সঙ্গম বিচারপতির

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আমেরিকার বিচার বিভাগে এক নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কর্মক্ষেত্রে নিজের খাস কামরায় বসে এক শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে পরকীয়া এবং যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়ানোর অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল জেলা বিচারককে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমেরিকার একটি সাত সদস্যের বিচার বিভাগীয় প্যানেল দীর্ঘ তদন্তের পর এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনবিসি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রথম সামনে আনেন ওই বিচারকেরই এক আইন কর্মকর্তা বা ল ক্লার্ক। তিনি প্রধান বিচারক উইলিয়াম প্রায়রের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দেন। অভিযোগে বলা হয়, অভিযুক্ত বিচারক অফিসের কাজের সময়েই নিজের বন্ধ ঘরে এক উর্দিধারী পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয় হল, আদালতের অন্যান্য কর্মচারীদের বসার জায়গা থেকে মাত্র ঢিলছোড়া দূরত্বে অর্থাৎ প্রায় কানে শোনার মতো পরিধির মধ্যেই এই ঘটনাগুলো ঘটত। এর ফলে আদালতের কর্মীদের জন্য সেখানে কাজ করা অত্যন্ত বিব্রতকর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।শুরুতে অবশ্য ওই বিচারক নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জল বেশিদূর গড়ানোর পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির দীর্ঘ অনুসন্ধানে কেলেঙ্কারির অকাট্য সব প্রমাণ মিলেছে। তদন্তে দেখা গেছে, প্রায় দুই বছর ধরে এই অনৈতিক সম্পর্ক ও কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক তদন্তের সময় তিনি ঊর্ধ্বতন বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিক মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পাশাপাশি, আইন লঙ্ঘন করে স্থানীয় এক জেলা অ্যাটর্নি প্রার্থীর রাজনৈতিক প্রচারণাতেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি।অভিযোগের তীব্রতা এবং ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচার বিভাগীয় ওই প্যানেল একাধিক কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ওই বিচারকের ওপর। শাস্তিস্বরূপ তিনি ভবিষ্যতে আর কোনওদিন ফেডারেল আদালতের প্রধান বিচারক (চিফ জাজ) হতে পারবেন না।

বউ বদল !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ময়নাগুড়িতে বউ বদল ! অবাক হলেও এমনই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বউ বদলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শোরগোল পরে গিয়েছে এলাকায়।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছিল দুজনার। এর পর ফালাকাটার ওই ব্যক্তি ও ময়নাগুড়ির গৃহবধূ বেশ কিছুদিন আগে একসঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকে দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগও তৈরি হয়। এদিকে এখানেই ঘটনার শেষ নয়। ফালাকাটার ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও ময়নাগুড়ির গৃহবধূর স্বামীর মধ্যে ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আর তারপরেই বুধবার ধর্মপুরের জোড়পাকড়ি কালীবাড়িতে সামাজিক রীতিনীতি মেনে তাঁদের বিয়ে হয়। শুধু তাই নয়, সঙ্গে ভুরিভোজের ব্যাবস্থা ছিল।ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এমন ঘটনা আগে কখনও শুনিনি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হয়ে আজকাল অনেক পরিবারেই ভাঙন দেখা যাচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষই নিজেদের মতো নতুন জীবন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওঁরা ভাল থাকলেই হল।অপর একজনের কথায়, এতদিন শুধু সরকার বা পালাবদলের কথা শুনেছি, কিন্তু এবার ময়নাগুড়িতে দেখলাম দাম্পত্য জীবনেও 'বউ বদল'-এর ঘটনা ! এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা এলাকায় আগে কেউ দেখেনি বলে দাবি স্থানীয়দের।

২২ বছর বয়সেই ষষ্ঠ সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন তরুণী

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বয়স মাত্র ২২ বছর। এইটুকু বয়সেই ৬ বার সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন! সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে উত্তরপ্রদেশের এমনই এক ঘটনা। এক চিকিৎসক শেয়ার করেছেন চাঞ্চল্যকর ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে তরুণ এক দম্পতিকে। চিকিৎসকের কাছে এসেছেন তাঁরা। জানিয়েছে, ছেলে চাই তাঁদের। প্রজ্ঞা তোমর নামে এক চিকিৎসক ইনস্টাগ্রামে ওই দম্পতির ভিডিও পোস্ট করেছেন। প্রজ্ঞার প্রশ্নের জবাব অন্তঃসত্ত্বা জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছে। সেসময়ে রাজস্থানের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরে স্বামীর সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ পাড়ি দেন। ষষ্ঠবারের অন্তঃসত্ত্বা জানান, তআমার পরপর কন্যাসন্তান হচ্ছিল। তবে একটা ছেলে হয়েছে। আরও একটা পুত্রসন্তান চাই আমাদের।দ উল্লেখ্য, মাত্র ২২ বছর বয়সে ইতিমধ্যেই চারটি কন্যা এবং একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছেন ওই তরুণী। আপাতত তাঁর গর্ভে রয়েছে ষষ্ঠ সন্তান। পুত্রসন্তানের আশা পূরণ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন গর্ভবতী হচ্ছেন? বাবা হতে চলা যুবকের দাবি, একটি পুত্রসন্তান সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। পরিবার রক্ষাতেও যথেষ্ট নয়। সেকারণেই আরেকটি পুত্র চাই তাঁদের। চিকিৎসকের কাছে গিয়ে ওই তরুণী জানিয়েছেন, নানারকম অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি। শ্বাসকষ্ট, ঝিমুনি, ব্যথায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। প্রজ্ঞা মনে করছেন, খুব কম সময়ের মধ্যে বেশিবার গর্ভধারণের কারণেই এসব সমস্যা দেখা দিয়েছে।দম্পতিকে সাবধান করে প্রজ্ঞা বলেন, এতবার গর্ভধারণ করলে জীবনমরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। সন্তানেরও ক্ষতি হতে পারে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-05-2026 15:43 Page 3

তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথের বাড়িতে সিআইডি

নয়া জামানা,বোলপুর ঃ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের রেজোলিউশনে স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিতর্কের জেরে এবার বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়িতে পৌঁছল সিআইডি। সূত্রের খবর, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের প্রস্তাবে থাকা স্বাক্ষর আদৌ তাঁর কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই তদন্তকারী আধিকারিকরা বোলপুরের নায়েকপাড়ায় তাঁর বাড়িতে যান।এর আগে একই মামলার তদন্তে চৌরঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক হারুল ইসলামের বাড়িতেও গিয়েছিলেন সিআইডি আধিকারিকরা।

তদন্তের পরিধিতে রয়েছেন আরও কয়েকজন বিধায়কও। সূত্রের দাবি, বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বাড়িতেও তদন্তকারীরা গিয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, এই সব নাটক না করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুবাবু যেহেতু বিধানসভার সেক্রেটারি, তিনি চাইলে বিধায়কদের ডেকে জানতে পারতেন কারা বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেববাবুকে চাইছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিআইডি এসেছিল, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। যদিও তিনি সংশ্লিষ্ট রেজোলিউশনে নিজের স্বাক্ষর রয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট মন্তব্য করেননি।উল্লেখ্য, গত ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর দীর্ঘদিনের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবার বিরোধী শিবিরে বসেছে। এরপর ৬ মে নবনির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই বৈঠকের পর বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করা হয়।তবে ওই রেজোলিউশনে থাকা একাধিক স্বাক্ষরের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির দায়ের করা মামলায় তদন্ত শুরু করে সিআইডি। তদন্তের অংশ হিসেবেই সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

শ্মশানের জমি দখল করে নার্সিংহোম-পার্টি অফিস

তদন্তের দাবিতে সরব বিজেপি

নয়া জামানা, মেমারি ঃ শ্মশানের জমি দখল করে নার্সিংহোম, পার্টি অফিস ও বাগানবাড়ি তৈরির অভিযোগ ঘিরে সরগরম পূর্ব বর্ধমানের মেমারি। বাগিলা মৌজার একটি শ্মশানের জমি বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।বৃহস্পতিবার মেমারির বিজেপি নেতা ভীষ্মদেব ভট্টচার্য দাবি করেন, বাগিলা মৌজায় প্রায় ২.০২ একর জমি সরকারি নথিতে শ্মশান হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ওই জমির একাংশে দোতলা ভবন নির্মাণ করে নার্সিংহোম চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি, শিশু উদ্যান হিসেবে তৈরি হওয়া একটি অংশ পরবর্তীতে বাগানবাড়ি ও পার্টি অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।বিজেপির আরও অভিযোগ, শহরের এক জনপ্রতিনিধির আমলে সরকারি জমি দখল, কাটমানি সংস্কৃতি এবং পুরসভার একাধিক অনিয়ম বেড়েছে।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত নথি সংগ্রহ করে প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে।অভিযোগের জবাবে তৃণমূল নেতা দেবু টুডু বলেন, তদল কখ নও দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। প্রমাণ থাকলে প্রশাসন অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। শ্মশানের জমিতে কোনও নির্মাণ হওয়া উচিত নয়।এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সরকারি নথিতে জমিটি শ্মশান হিসেবে পরিচিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাবশালী নেতৃত্বের কারণে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি অনেকে। ভবন নির্মাণের সময়ও নানা আলোচনা চললেও কেউ সরব হননি বলে দাবি তাঁদের।জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জমি সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে এবং সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও অনিয়মের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

ধ্বংসস্তূপে আজ জল প্রকল্প

মেলেনি এক ফোটাও

জল,আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর খ ট্টিমারী গ্রামের কালির থান এলাকায় একসময় বড় স্বপ্ন দেখ ানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এবার আর পানীয় জলের জন্য দূরে ছুটতে হবে না। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাবে পরিশ্রুত পানীয় জল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে আধুনিক জলাধার। সেই আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই স্বপ্ন আজ পরিণত হয়েছে ক্ষোভ, হতাশা আর আতঙ্কে। প্রায় ৫২ লক্ষ টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ওই জলাধার প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও, দীর্ঘ তিন বছর কেটে যাওয়ার পরও তা আজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে রিজার্ভার থেকে গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটিই এখ ন কার্যত বিপজ্জনক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ না করেই মাঝপথে কাজ ফেলে চলে যায়। এরপর বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে দিনের পর দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থেকে রিজার্ভারটির বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, জলাধারের উপরের অংশ থেকে বড় বড় চাঙড় খসে পড়ছে। বর্ষার সময় সেই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। রিজার্ভারের একেবারে পাশেই রয়েছে একাধিক বসতবাড়ি। ফলে প্রতিদিন আতঙ্ক নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষ। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। গ্রামের এক বাসিন্দার কথায়, জল তো দূরের কথা, এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি অবস্থা। কখন কোন অংশ ভেঙে পড়বে, সেই ভয় নিয়েই থাকতে হচ্ছে। এত বড় প্রকল্প হলো, কিন্তু কোনও কাজেই লাগল না। শুধু নির্মাণকাজ থমকে যাওয়াই নয়, এই ঘটনাকে ঘিরে উঠেছে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগও। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং স্থানীয় কিছু তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রকল্পের টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল যে সরকারি অর্থ, তার বড় অংশই অনিয়মের মাধ্যমে গায়েব হয়ে গিয়েছে। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে গ্রামবাসীদের দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

থামল সারিন্দার সুর

প্রয়াত পদ্মশ্রী লোকশিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়

বাবলু রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গে লোকসংগীত জগতে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। শুক্রবার ভোরবেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সারিন্দা শিল্পী মঙ্গলাকান্ত রায়। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স শতবর্ষ পেরিয়েছিল বলেই জানা গিয়েছে। তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির এক স্বর্ণালী অধ্যায়ের অবসান হল বলে মনে করছে সাংস্কৃতিক মহল। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির ধওলাগুড়ি গ্রামের সাধারণ এক পরিবার থেকে উঠে এসে নিজের প্রতিভা ও সাধনার জোরে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর নাম। বহু প্রাচীন লোকবাদ্য সারিন্দা কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। গ্রামের মানুষ তাঁকে ভালোবেসে ডাকতেন মংলা গোঁসাই নামে। ছোটবেলা থেকেই লোকসংগীত ও রাজবংশী সংস্কৃতির প্রতি ছিল গভীর টান। খুব অল্প বয়সেই সারিন্দার সুরে মুগ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। পরে বাংলাদেশের শিল্পী ধূমাকান্ত রায়ের কাছ থেকে সারিন্দা বাজানোর তালিম নিয়ে শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ শিল্পীজীবনের পথচলা। একসময় মাত্র কয়েক টাকায় কেনা একটি সারিন্দাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের সঙ্গী। সেই বাদ্যযন্ত্র নিয়েই গ্রামবাংলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। সারিন্দার সুরে পাখির ডাক, প্রকৃতির শব্দ, লোকজ জীবনের

আবেগ সবকিছুকে জীবন্ত করে তোলার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর হাতে। আধুনিকতার ভিড়ে যখ ন হারিয়ে যেতে বসেছিল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই বাদ্যযন্ত্র, তখন নিজের জীবন দিয়েই সেটিকে আগলে রেখে ছিলেন তিনি।তাঁর শিল্পীজীবনের স্বীকৃতি আসে অনেক দেরিতে। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্গরত্ন সম্মানে ভূষিত করে। এরপর ২০২৩ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেশের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মশ্রী প্রদান করা হয় তাঁকে। সেই মুহূর্ত উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে ছিল গর্বের। একজন সাধারণ লোকশিল্পীর জাতীয় সম্মান পাওয়ায় আনন্দে ভেসেছিল গোটা রাজ্য। কিন্তু সম্মান এলেও জীবনের আর্থিক কষ্ট কখনও পুরোপুরি দূর হয়নি। বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, সরকারি সম্মান পেলেও নিয়মিত সহায়তা বা ভাতা ঠিকমতো পাননি। জীবনের শেষ সময়েও অভাব-অনটনের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি বাড়িতে বসে ভোটদান করার সময়ও তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সরকার শুধু পুরস্কার দেয়, কিন্তু সাহায্য করে না। সেই মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। মঙ্গলাকান্ত রায়ের জীবন ছিল সংগ্রাম, সাধনা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার এক বিরল উদাহরণ। তিনি শুধু একজন শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন উত্তরবঙ্গের লোকঐতিহ্যের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর হাত ধরেই নতুন প্রজন্ম আবার চিনেছিল সারিন্দার সুরকে। বহু মানুষ তাঁর কাছ থেকে এই লোকবাদ্যের শিক্ষা নিয়েছেন। আজ তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক জগতে যে শূন্যতা তৈরি হল, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। অনেকেই বলছেন, একজন শিল্পীর মৃত্যু নয়, উত্তরবঙ্গের লোকঐতিহ্যের এক জীবন্ত অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। তবে মানুষ চলে গেলেও থেকে যাবে তাঁর সুর। উত্তরবঙ্গের মাটিতে, লোকগানে, গ্রামবাংলার আবেগে এবং সারিন্দার প্রতিটি তারে চিরকাল বেঁচে থাকবেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 29-05-2026 15:43 Page 4

স্বপ্নভাঙ্গা গল্প

অত্যাচারের সংসার ছেড়ে

কন্যাকে নিয়েই নতুন লড়াই দীপার

নয়া জামানা ঃ এক গুচ্ছ স্বপ্ন নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন দুরমারির দক্ষিণ শালবাড়ি এলাকার মেয়ে দীপা সরকার সাহা। ছোটবেলা থেকেই আদর-ভালোবাসায় বড় হওয়া এক চঞ্চল, হাসিখুশি মেয়ে। পরিবারে সবার ছোট হওয়ায় আবদারের শেষ ছিল না। বাবা, মা, ভাই, বোন থেকে শুরু করে পাড়ার মানুষ সকলের কাছেই সে ছিল নয়নের মণি। কিন্তু যে মেয়েটা একদিন সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই মেয়েই চোখের জলে দিন কাটাচ্ছেন নিজের ছোট্ট কন্যা সন্তানকে আঁকড়ে ধরে।

২০২২ সালের ২০ নভেম্বর শুরু হয় দীপার দাম্পত্য জীবন। প্রথমদিকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। নতুন সংসার, নতুন মানুষ, নতুন স্বপ্ন সবকিছু নিয়েই নিজের মতো করে সুখ খুঁজছিলেন তিনি। কিন্তু বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বদলে যেতে থাকে পরিস্থিতি। ধীরে ধীরে তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। অভিযোগ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে থাকে। কখনও টাকার জন্য চাপ, কখনও শারীরিক নির্যাতন, আবার কখনও মানসিক অত্যাচার। ছোটবেলায় অন্যদের মুখে যে পণপ্রথার গল্প শুনতেন, সেই একই দুঃসহ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে, তা কখনও ভাবেননি দীপা।

দীপা জানান, বিয়ের পর স্বামী যা চাইতেন, সবই দেওয়ার চেষ্টা করতেন তিনি। টাকা থেকে শুরু করে বিয়েতে পাওয়া গয়নাগাটি সবই তুলে দিয়েছিলেন স্বামীর হাতে। অভিযোগ, সেই গয়নাও নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্নভাবে। কিন্তু তাতেও শেষ হয়নি অত্যাচার। টাকার চাহিদা পূরণ না হলেই শুরু হতো অশান্তি, মারধর, অপমান। দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে একসময় জীবন শেষ করে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন দীপা। কিন্তু নিজের ছোট্ট কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নেন। আজ সেই সন্তানই তার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ।

অভিযোগ অনুযায়ী, স্বামী একটি রেশন ডিলারের অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার বদলে নিজের উপার্জনের বেশিরভাগটাই নেশার পেছনে খরচ করতেন। ফলে সংসারের খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন কাজ করতে হতো দীপাকে। এখানেই শেষ নয়, দীপার দাবি, একসময় তার স্বামী তাকে অশালীন কাজ করারও ইঙ্গিত দেন, যাতে সেখান থেকে টাকা এনে সংসার চালানো যায়। সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়াতেই অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে যায় বলে অভিযোগ।

দিনের পর দিন দীপা ও তার ছোট্ট শিশুকে অন্ধকারে দিন কাটাতে হতো বলেও অভিযোগ। যতক্ষণ না দীপা বৈদ্যুতিক বিল মেটাতেন, ততক্ষণ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকত না। পাশাপাশি বাপের বাড়ি থেকেও টাকা আনার জন্য নিয়মিত চাপ দেওয়া হতো বলে দাবি তার। সেই চাপে পড়ে বহুবার আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে স্বামীকে টাকা দিয়েছেন দীপা। অভিযোগ, বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই তিন লক্ষ টাকা আনার জন্য চাপ দেন তার স্বামী। বাধ্য হয়ে পিসতুতো ভাইয়ের কাছ থেকে ধার নিয়ে সেই টাকা দেন তিনি। কিন্তু আজও সেই ঋণ শোধ করতে পারেননি দীপা। এমনকি মাইক্রো ফাইন্যান্স সংস্থা থেকেও ঋণ তুলে স্বামীকে টাকা দিতে হয়েছে বলে দাবি তার। সেই ঋণের বোঝাও এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

অভিযোগ আরও, প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে মাঝরাতে দীপাকে ঘর থেকে বের করে দিতেন তার স্বামী। তখন ছোট্ট শিশুকে নিয়ে সারা রাত রাস্তায় কাটাতে হতো তাকে। কখনও সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হতো, তারপর রাত ১১টা বা ১২টার সময় আবার ঘরে ফিরতে পারতেন দীপা। এইভাবেই চলত মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। দীপার অভিযোগ, মদ খেয়ে এসে শিশুর গায়ের উপর ধুলো-মাটি ও নোংরা কাপড় নিয়েই শুয়ে পড়তেন তার স্বামী। প্রতিবাদ করলেই জুটত মারধর।

শুধু স্বামী নন, শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধেও নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। কখনও শ্বশুর-শাশুড়ি, কখনও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকেও অপমান ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে বলে দাবি। এমনকি বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয়, বিয়েতে পাওয়া বহু উপহারও নষ্ট করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

দীপার কথায়, বিশ্বাসের পর বিশ্বাস ভেঙেছে। যাদের আপন ভেবেছিলাম, তারাই কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু এখন আর ভেঙে পড়লে চলবে না। আমার মেয়ের জন্য আমাকে বাঁচতে হবে।

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। যদিও সরাসরি বাবার বাড়িতে ফিরে আসেননি। কিছুদিন বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কাটাতে হয়। অন্যদিকে বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই দীপার মা মারা যান। সেই শোকের মধ্যেই আরও একা হয়ে পড়েন দীপা। অবশেষে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে হাসপাতাল থেকে সরাসরি বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন তিনি। তারপর আর শ্বশুরবাড়িতে যাননি। কারণ, সেখানে ফিরে গেলে আবারও অত্যাচারের মুখে পড়তে হবে বলেই আশঙ্কা তার।

বর্তমানে নিজের কন্যা সন্তানকে নিয়েই দিন কাটছে দীপার। ছোট্ট শিশুটি মাঝেমধ্যে বাবার খোঁজ করে। মায়ের কোল থেকে বাবা বলে ডাকে। সেই মুহূর্তে চোখের জল সামলাতে পারেন না দীপা। কারণ, শিশুটি এখনও বুঝতে শেখেনি তার মা কী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছেন।

দীপা আরও অভিযোগ করেছেন, তার স্বামী একাধিক সম্পর্কে জড়িত। বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে আপত্তিকর সম্পর্ক ছিল বলেও দাবি তার। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেই জুটত মারধর ও গালিগালাজ। শিলিগুড়ির আসিঘর এলাকার ঢাকেশ্বরী রণজিৎ মোড়ে ছিল তার শ্বশুরবাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে সুখের সংসার বলেই মনে হতো। কিন্তু সেই সংসারের ভিতরেই প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে যাচ্ছিল এক তরুণীর জীবন।

এখন আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন দীপা। নিজের ও কন্যা সন্তানের ভরণপোষণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তার দাবি, শ্বশুরবাড়িতে এখনও তার বহু জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে। কিন্তু সেই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সাহস আর নেই। তবে এত কষ্টের মধ্যেও হার মানতে রাজি নন দীপা। মুখে ছোট্ট এক চিলতে হাসি রেখে তিনি বলেন, আমার মেয়েকে মানুষ করাই এখন আমার একমাত্র স্বপ্ন। ওকে ভালোভাবে বড় করব। ও যেন কোনওদিন এই কষ্ট না পায়।একসময় যে মেয়েটি রঙিন স্বপ্ন নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিল, আজ সেই মেয়েই জীবনের কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে লড়ছেন প্রতিদিন। চোখে জল থাকলেও বুকের ভেতর এখনও বেঁচে আছে এক মায়ের অদম্য সাহস।আমাদের এই প্রতিবেদন শুধু একজন দীপাকে নিয়ে নয়। এমন হাজারো দীপা আজ আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ বিচার পেলেও, অনেকে এখনও আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরছেন। কেউ স্বামীর সংসার ছেড়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কেউ হাজারো যন্ত্রণা সহ্য করেও সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। নারী সুরক্ষা ও নারীদের অধিকার নিয়ে যত আলোচনা, প্রচার ও আইনই থাকুক না কেন, সমাজের এক বড় অংশের নারীরা এখনও নীরবে অত্যাচারের শিকার হয়ে চলেছেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।